পদকপ্রাপ্ত বঙ্গের শিরমণি

বনি আমিন

সিডনীতে এখনো একটি পদক বেঁচে আছে, অন্যগুলো সুশীল সমাজের সমালোচনা ও রোষানলে পড়ে ইতোমধ্যে মরে শুকিয়ে নির্জীব হয়ে গেছে। গতবছর কর্ণফুলীতে 'পদক যন্ত্রনা ও ইজ্জতের বাটখারা' নামক একটি নিষ্ঠুর-সত্য প্রতিবেদন ছাপিয়ে তথাকথিত এই পদকের সুতিকাগারের দুয়ারে চিরস্থায়ী খিড়কী সেঁটে দেয়া হয়েছে বলে অনেক বিদগ্ধ পাঠক কর্ণফুলীকে স্বতর্স্ফুত সাধুবাদও জানিয়েছেন। স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন অনেক নিরীহ প্রবাসী বাংলাদেশী। কখোন ধরে এনে কার গলায় কি 'পদক' ঝুলিয়ে দেয়া হয় সেই আতঙ্কে অনেক মানি-সম্মানী ও শিক্ষিত বাংলাদেশী নিজেদেরকে বিভিন্ন মেলা, সভা, সমাবেশ ও মেহ্ফীল থেকে অতি যতনে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু প্রতীতি নামে সিডনীস্থ একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন গত কয়েক বছর ধরে প্রকাশ্য দিবালোকে খোলা ফকফকা আকাশের নীচে শত শত দর্শক-শ্রোতাকে 'বেয়াকুফ' বানিয়ে ফীবছর ঢোল, খরতাল ও হারমোনিয়াম বাজিয়ে একজন নির্বোধকে ধরে এনে 'শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী'র তবক পরিয়ে দিয়ে আসছেন। কৃষ্ণ নগর (ব্ল্যাক টাউন কাউন্সিল এলাকা) নিবাসী ও প্রয়াত পিতার নামে পরিচিত [সেই অহংকারে অহংকারী] প্রতীতির কর্ণধার জনাব সিরাজুস সালেকীন কিসের ভিত্তিতে এবং কোন মানদন্ডে ফীবছর এ ধরনের একটি দুর্ধষ্য 'কর্ম' প্রকাশ্যে করে যাচ্ছেন তা নিয়ে আগামী হপ্তায় থাকছে একটি বিশেষ প্রতিবেদন। টোকা মারুন এবং দেখুন কর্ণফুলীর চোখে 'শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী' নামের পদকটির একটি প্যাথলোজিক্যাল বিশ্লেষন।